দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 2 1 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে কেন?

দেশের প্রায় সব কটি মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংঘর্ষের কারণে বন্ধ হয়ে আছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তপ্ত-উত্তপ্ত আবহাওয়া বিরাজ করছে। যে কোন সময়ে সেগুলোকেও কর্তৃপক্ষের বাধ্য হয়ে বন্ধ ঘোষণা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই অবস্থা দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে।

দেশের প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন দীর্ঘদিন থেকেই নানা কারণে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে আসছিল। ইতোপূর্বে মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এরূপ সন্ত্রাসী তৎপরতা খুবই কম ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু ইদানীং দেশের প্রায় সব কটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পরের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে প্রায়ই লিপ্ত হচ্ছে। যার ফলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ কয়েক মাসের মধ্যে কয়েক দফা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বুয়েটেও বর্তমানে একটি ছাত্র সংগঠন লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরাই পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু ইদানীং দেশের অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পরের মধ্যে যেভাবে বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে তাতে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

গত সোমবার দৈনিক জনকণ্ঠে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংঘর্ষের কারণ অনুসন্ধান করে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের হোস্টেলের সিটকে কেন্দ্র করেই বেশিরভাগ সময়ে ছাত্র সংঘর্ষ ঘটে থাকে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ছাত্রদের জন্য হোস্টেলে সিট বরাদ্দের কোন নীতি না থাকার দরুন ছাত্র সংগঠনগুলো নবাগত শিক্ষার্থীদের সিট দেয়ার প্রলোভনে দলে টানার সুযোগ গ্রহণ করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর মতো আবাসিক সমস্যা নেই বললেই চলে। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলো হোস্টেলের সিট সমস্যা সৃষ্টি করে দল ভারি করার অপপ্রয়াস চালিয়ে আসছে।

তবে ছাত্র সংঘর্ষ কেবল আবাসিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেই ঘটছে তা নয়, এটা একটি উপলক্ষ মাত্র। ছাত্র সংঘর্ষের পিছনে রাজনৈতিক কারণও রয়েছে।

দেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন নানাভাবে ছাত্র সংগঠনগুলোকে লালন করে এবং তাদেরকে যে ব্যবহারও করে সে কথাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এছাড়া অনেক ছাত্র সংগঠনের ভিতরে বহিরাগত অছাত্রদের অনুপ্রবেশ ঘটে। অধিকাংশ হল ও হোস্টেলে আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে বহিরাগতদের অবস্থানের কথা শোনা যায়। এদের দৌরাত্ম্যেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ঘটনা বেশি ঘটছে।

শিক্ষাঙ্গনে এই অরাজক অবস্থা কেন? শিক্ষাঙ্গনের এক শ্রেণীর ছাত্র সংগঠন তথা ছাত্র নেতাদের বিগত সরকার জাতীয় রাজনীতিতে স্থান করে দিয়ে গোটা ছাত্র সমাজকে প্রলোভনে ফেলে তথাকথিত রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করেছে বেশি। এ সময়ে অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের ওপর কেন্দ্রীয় রাজনীতিকরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিমত্তা জাহির করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে ছাত্র সংঘর্ষ ঘটেছে, বন্দুক যুদ্ধ চলেছে। দিন-দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে ছাত্র হত্যা। দেশের ছাত্র সমাজ যদি বিপথগামী হয়, তারা যদি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটায়, তাহলে এতকাল ছাত্র সমাজ যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা যে বিলীন হবে এ কথা সমগ্র ছাত্র সমাজকে ভুললে চলবে না।

দেশের ছাত্র সমাজের ওপর দেশবাসীর বিশ্বাস আজও অটুট আছে। দেশের ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠলেও প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের পৃথক নীতি ও আদর্শ রয়েছে। আর সেই নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অতীতেও যেমন সকল ছাত্র সংগঠন দায়িত্ব পালন করে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ও শিক্ষার পরিবেশকে সমুন্নত রেখেছে, তেমনি সকল ছাত্র সংগঠনকেই দেশবাসীর সামনে সন্ত্রাসী নয়, মস্তান চাঁদাবাজ নয়, প্রকৃত শিক্ষার্থী হিসাবে পরিচয় রাখতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষাব্যবস্থা অক্ষুণ্ন, শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ও তার পরিবেশ যে কোন মূল্যে সমুন্নত রাখতে হবে। এ জন্য নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা, আবাসিক সমস্যা সমাধান করা, সিট প্রদানের একটি নীতিমালা অবিলম্বে প্রস্তুত করা দরকার বলে আমরা মনে করি।